বিজেপির প্রেস বিজ্ঞপ্তি ২০-০১---২০১৪

শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সীমান্ধ্রে অন্ধ্র বিজেপির গুরুত্বপূর্ন আড়াইশো জন পদাধিকারীর সামনে বক্তব্য রাখলেন। যাঁরা রাজ্যভাগের পর সীমান্ধ্রের মানুষের জন্য বিচার চেয়ে যন্তর মন্তরের সামনে ধরনায় বসেছেন। ভাষণে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তিনি।

কংগ্রেস অন্ধ্রভাগের বিষয়টিকে তাদের অন্তর্দলীয় বিষয় হিসেবে দেখছে। পুরো বিষয়টাই খুব বিশৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। ২০০৪ এ রাজ্যভাগের সিদ্ধান্ত হলেও গত ৯ বছর ধরে তারা ঘুমোচ্ছিল। এখন নির্বাচনের মুখে মোদী ঝড়ে উড়ে যাওয়ার ভয়ে তেলেঙ্গেনা ইস্যুটাকে সামনে আনছে। এবং এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে সরকারের তরফে কোনও স্বচ্ছতা প্রকাশ্যে আসেনি।

শ্রী নাইডু বলেন, পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের ব্যাপারে বিজেপি যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তেমনই সীমান্ধ্রের মানুষকে ন্যায় বিচার দিতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি। এবং এ ব্যাপারে দলের অবস্থানেও কোনও তারতম্য ঘটেনি। তিনি বারবার উল্লেখ করেন, ১০ জেলাসহ পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের ব্যাপারে বিজেপি যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একইভাবে বিজেপি এটাও মনে করে যে রাজ্যগঠনের ব্যাপারে প্রস্তাবিত বিলে বহু অসঙ্গতি রয়েছে।

শ্রী নাইডু বলেন, রাজ্য বিধানসভার মতামত পাওয়ার পর কেন্দ্রের উচিৎ ছিল রাজ্যের মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক পরামর্শ গ্রহণ করে বিলে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা। বিজেপি পৃথক রাজ্য চাইলেও একইসঙ্গে সীমান্ধ্রের মানুষের জন্য সুবিচারও চায়। কংগ্রেস তা নাপারলে ক্ষমতায় এসে বিজেপি সেই কাজ করবে।

শ্রী নাইডু দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতাদের উস্কানিমূলক মন্তব্যে উত্তেজিত না হওয়ার জন্য জনগনকে আবেদন জানান। উস্কানি সত্ত্বেও প্রাথমিক আবেগ কাটিয়ে তেলেঙ্গানা ও সীমান্ধ্রের বিজেপি ইউনিট যেভাবে পার্টির অবস্থানের সরিক হয়েছে তার জন্য এই শাখার কর্মীদের ধন্যবাদ জানান তিনি। শ্রী নাইডু আশ্বাস দেন ক্ষমতায় এলে সীমন্ধ্রের দলীয় নেতৃত্বের ইতিবাচক পরামর্শগুলি মেনে বিলে সংশোধন আনবেন।

শ্রী নাইডু বলেন, এই জায়গায় বিজেপি থাকলে বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখত। বিল আনার আগে সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে এবং শাসকদলের সাংসদ, বিধায়কদের বুঝিয়ে তাদের রাজী করানো হত। সীমান্ধ্রের মানুষ যাতে কোনওভাবেই নিজেদের বঞ্চিত মনে না করে তারজন্য এখানে আইআইটি র মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিজনেস স্কুল তৈরি, এয়ারপোর্টের আধুনিকীকরণ ইত্যাদি পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অনুমোদন দিয়ে সীমান্ধ্রের মানুষের আত্মবিশ্বাস অক্ষত রাখার চেষ্টা করত।

শ্রী নাইডু সীমান্ধ্রে শিল্পোন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়াতে ট্যাক্স হলিডের পক্ষেও সওয়াল করেন। তিনি বলেন, শিল্প স্থাপনে প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট নয়, এরজন্য প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন ও অর্থের সংস্থান জরুরী। বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রোথ করিডোর তৈরির পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি।

শ্রী নাইডু বলেন, সমস্ত চলতি সেচ প্রকল্প যেগুলির জন্য জলের বরাদদ নেই, সেগুলিকে বিধিবদ্ধ নিরাপত্তা দিতে হবে। এবং বিলে এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে রাজ্যভাগ হলেও এই সমস্ত প্রকল্পগুলি চালু থাকবে।

পোলাভারম প্রকল্পকে বহুমুখী প্রকল্প হিসেবে ঘোষণার দাবিকেও সমর্থন জানিয়ছেন শ্রী নাইডু। তিনি বলেন, পোলাভরম সীমন্ধ্রের জীবনরেখা। এটা যেশুধু পানীয় জল ও সেচের জল সরবরাহ করবে তাই নয়, একইসঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করবে। তিনি মনে করিয়ে দেন,১৯৮০ সালে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল। তিনজন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় শ্রী চেন্না রেড্ডি, শ্রী আনজাইয়া, ও শ্রী এন টি রামারাও এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিজেপির অন্ধ্র ইউনিট এই নিয়ে তিনবার প্রস্তাব পাশ করে ও এইপ্রকল্প দ্রুত শেষ করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত রাজ্যভাগকে সামনে রেখে ৪-৫ বছর আগে পোলাভরম প্রকল্পের সমস্ত জট খেলা হয়। তিনি আরও বলেন, জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে ভবিষ্যতে যাতে কোনও জটিলতার সৃষ্টি না হয়, তারজন্য বিলে প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখার দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের।

শ্রী নাইডু চান নতুন রাজ্যর পৃথক রাজধানীর নাম ঘোষণার সংস্থানও থাকুক বিলে। এবং রাজধানীকে সাজানো ও পরিকাঠামো উন্নয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হোক। তাঁর মতে হায়দ্রাবাদ কখনই দুটি রাজ্যের যৌথ রাজধানী হতে পারেনা। কারণ সীমান্ধ্র থেকে হায়দ্রাবাদের দুরত্ব অনেকখানি।

শ্রী নাইডু বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হায়দ্রাবাদে আসা মানুষদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে তারজন্য সোচ্চার বিজেপি। নবগঠিত রাজ্যেও সরকারি কর্মীদের চাকরীর নিরাপত্তা একই নীতি কার্যকর হবে।

শ্রী নাইডু বলেন, তেলেঙ্গানার সমর্থনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নেওয়া যেকোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষেই অনৈতিক।সমস্যা সমাধনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল নেতাদের এগিয়ে আসা উচিৎ বলে মনে করেন তিনি। পাশাপাশি অন্ধ্রের বর্তমান অবস্থার জন্য কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন তিনি। তাঁর মতে স্বল্পকালে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকা নিচ্ছে কংগ্রেস।

কৌতুক করেই শ্রী নাইডু বলেন,প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী নাকচ করছেন এবং সর্বভারতীয় সভাপতির প্রস্তাব নাকচ করছে রাজ্য সভাপতি। এটাই কংগ্রেসি রাজনীতির প্রকাশ।